মে দিবস : শোষণমুক্তির সংগ্রামের প্রেরণা

১৩৩তম মে দিবস উপলক্ষে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে পহেলা মে তোপখানা রোডে শ্রমিক সমাবেশ ও লাল পতাকা মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। শ্রমিকনেতা আফজাল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন শ্রমিক ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, শ্রমিকনেতা আহসান হাবিব বুলবুল, জুলফিকার আলী, খালেকুজ্জামান লিপন ও মহিলা ফোরামের সাধারণ সম্পাদক শম্পা বসু। সমাবেশ শেষে লাল পতাকা মিছিল তোপখানা রোড, পল্টন, নুর হোসেন স্কয়ার হয়ে মুক্তাঙ্গনে গিয়ে শেষ হয়।

বিভিন্ন জেলায় মে দিবস পালিত

মে দিবস উপলক্ষে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট বরিশাল জেলা শাখা ও রিকশা-ভ্যান চালক শ্রমিক ইউনিয়নের মিছিল

বরিশাল : ১ মে সকালে শ্রমিক ফ্রন্টের উদ্যোগে লাল পতাকা মিছিল এবং সংগঠন কার্যালয় প্রাঙ্গণে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রমিক ফ্রন্ট বরিশাল জেলার সহসভাপতি জাহাঙ্গীর হোসেন দিদারের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক বদরুদ্দোজা সৈকতের পরিচালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ বরিশাল জেলার সদস্যসচিব ডা. মনীষা চক্রবর্ত্তী, শ্রমিকনেতা শহীদুল ইসলাম, ছাত্র ফ্রন্ট বরিশাল জেলা সভাপতি সন্তু মিত্র, রিকশা ইউনিয়নের নেতা বাবুল তালুকদার, মহসিন মীর, মানিক মৃধা, বরিশাল গেট-গ্রিল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ শ্রমিক ইউনিয়ন এর সভাপতি আবু তাহের ও সদস্য সালাম।

সভা শেষে সহস্রাধিক শ্রমিকের অংশগ্রহণে একটি লাল পতাকা মিছিল নগরীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

মে দিবস উপলক্ষে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট দিনাজপুর জেলা শাখার মিছিল

নারায়ণগঞ্জ : মে দিবস উপলক্ষে সকালে ২নং রেল গেইটে শ্রমিক সমাবেশ ও লাল পতাকা মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। শ্রমিক ফ্রন্টের জেলা সভাপতি আবু নাঈম খান বিপ্লব-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, শ্রমিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, বাসদ নারায়ণগঞ্জ জেলার সমন্বয়ক নিখিল দাস, শ্রমিকনেতা সেলিম মাহমুদ, এমএ মিল্টন, জাহাঙ্গীর আলম, জামাল হোসেন, এসএম কাদির ও সাইফুল ইসলাম শরীফ প্রমুখ।

গাজীপুর : ১ মে বিকেলে চান্দনা চৌরাস্তায় সমাবেশ ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শ্রমিক ফ্রন্টের সভাপতি আবদুল লতিফ সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে ও খুরশিদ আলম মিথুনের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন বাসদ জেলা সমন্বয়ক রাহাত আহমদ, শ্রমিকনেতা মোশারফ হোসেন, আব্দুল মাজেদ, আল-আমিন শ্রাবণ।

বগুড়া : ১ মে শ্রমিক ফ্রন্টের উদ্যোগে শহরে মিছিল ও সাতমাথায় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সভাপতি সাইফুজ্জামান টুটুল-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন বাসদ জেলা আহ্বায়ক সাইফুল ইসলাম পল্টু, শ্রমিকনেতা মাসুদ পারভেজ, আবু রায়হান, সুরেশ চন্দ্র দাস মনু, সানোয়ার হোসেন বাবু।

দিনাজপুর, রংপুর, জয়পুরহাট, নওগাঁ, গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সাভার-আশুলিয়া, কুষ্টিয়া, সিলেট, চট্টগ্রাম, কুড়িগ্রাম, চাঁদপুর, ঝিনেদা ও ফেনী জেলায় মে দিবসের মিছিল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

মে দিবস : শোষণমুক্তির সংগ্রামের প্রেরণা

শ্রম ছাড়া কোন কিছুই উৎপাদন করা যায় না—এ সত্য অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। কিন্তু মানুষ কতক্ষণ পরিশ্রম করবে? শ্রমশক্তি বিক্রি করে যে শ্রমিক সে কি তার শ্রম-সময়ের মূল্য নির্ধারণ করতে পারবে? কতক্ষণ কাজ করলে এবং কতটুকু মূল্য পেলে তার জীবন বিকশিত করার সুযোগ সে পাবে, জীবনের চাহিদা বলতে আসলে কী বোঝায়, শ্রমের কাজে নিয়োজিত পশু এবং মানুষের ভূমিকা, মূল্য এবং মর্যাদা কীভাবে বিবেচিত হবে, জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন ও জীবন বিকাশের জন্য সংস্কৃতি নির্মাণে শ্রমের ভূমিকা কী, শ্রমিক কী শুধু প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদনে শ্রম প্রদান করে, নাকি সে উৎপাদিত দ্রব্যের ক্রেতাদের এক বিপুল অংশ, লক্ষ-কোটি শ্রমিক পণ্য না কিনলে তা বিক্রি হবে কীভাবে, শ্রমিকের মজুরি উৎপাদিত দ্রব্যের বিপণনে কী ভূমিকা রাখে, ন্যায্য মজুরি আসলে কত হবে, মুনাফা আসে কোথা থেকে, মুনাফা বৃদ্ধিতে মালিকের তৎপরতা কত ধরনের, শ্রমিক কেন মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলনে অংশ নেয়, শ্রমিকের জীবন এবং ভবিষ্যৎ শ্রমশক্তি তার সন্তানদের জীবন কেমন হবে? এরকম অসংখ্য প্রশ্নের ঘনীভূত রূপ হিসেবে দাবি উঠেছিল ৮ ঘণ্টা কর্মদিবস চাই। এই দাবির অন্তরালে ছিল আরও একটি দাবি—৮ ঘণ্টা কাজ করে এমন মজুরি চাই যেন আমার পরিবার নিয়ে মানসম্পন্ন জীবনযাপন করতে পারি। কিন্তু শ্রমিকদের দাবি যতই ন্যায়সঙ্গত মনে হোক না কেন, মুনাফা ও মজুরির সংঘাত এত তীব্র যে আলোচনার পথে নয় নিষ্ঠুর ও রক্তাক্ত পথে সরকার ও মালিকরা এই আন্দোলন দমন করতে চেয়েছিল। শিকাগো শহরের সেই রক্তাক্ত আন্দোলন শ্রমিকের বেদনা ও বিক্ষোভের রূপে ছড়িয়ে পড়েছে সারা পৃথিবীতে আর মে দিবস পরিণত হয়েছে আন্তর্জাতিক দিবসে।

ফরাসি বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষা এবং সাম্য প্রতিষ্ঠার চেতনার মধ্যে জন্ম নিয়েছিল মে দিবসের চেতনা

ফরাসি বিপ্লব শুধু সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার স্লোগান তোলেনি সাথে সাথে মতপ্রকাশের-প্রচারের ও মতপ্রতিষ্ঠার অধিকারের জন্ম দিয়েছিল। ১৭৮৯ সালের পরের পৃথিবী তাই আর আগের মতো থাকেনি। মানুষ বাঁচবে কীভাবে, মর্যাদা আর অধিকার ছাড়া মানুষের জীবন কি পশুর জীবনের মতো হয়ে যায় না? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে শ্রমের ভূমিকার কথা ভাবতে হয়েছে। এ্যাডাম স্মিথ আর ডেভিড রিকার্ডো দেখালেন মানুষের শ্রমের ফলেই মূল্য তৈরি হয়। মূল্যের শ্রম তত্ত্ব স্বীকার করলো শ্রমিকের শ্রমের ভূমিকার কথা কিন্তু তার বিনিময়ে শ্রমিক কী পাবে সে প্রশ্নের সমাধান হল না। গ্রাম থেকে উঠে আসা কারখানা শ্রমিকে পরিণত হওয়া শ্রমিক জীবন বাঁচাতে উদয়াস্ত পরিশ্রম করছে কিন্তু তার জীবনের ন্যূনতম চাহিদাপূরণ করতে পারছে না। অথচ মালিকদের প্রাচুর্য ও জৌলুস বাড়ছে। এই বৈষম্য তাদের মধ্যে বিক্ষোভের জন্ম দিতে শুরু করলো যার ফলশ্রুতিতে কারখানা ভাঙা, ম্যানেজার হত্যার মতো ঘটনা ঘটতে শুরু করলো। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে বুঝল এ পথে সমাধান আসবে না। তাই ১৮৭১ সালে প্যারি কমিউন প্রতিষ্ঠা করে রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টাও করলো শ্রমিকশ্রেণি। শোষণ থেকে মুক্তির আশায় এরকম বহু আন্দোলন আর পরাজয়ের বেদনার মধ্য দিয়েই জন্ম নিয়েছিল ৮ ঘণ্টা কর্মদিবসের আন্দোলন।

মে দিবসের চেতনা গড়ে উঠেছিল দীর্ঘ লড়াই-এর পটভূমিতে

১৮৮৬ সালের ১ থেকে ৪ মে আমেরিকার শিকাগো শহরের শ্রমিকদের আন্দোলন গড়ে ওঠেছিল দীর্ঘদিনের প্রস্তুতিতে আর লক্ষ শ্রমিকের অংশগ্রহণে। সেই সংগ্রাম আজও বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষকে পথ দেখায়।

১৮৮৬ সাল থেকে ২০১৯ সাল। এ বছর মে দিবসের রক্তাক্ত সংগ্রামের ১৩৩ বছর পালন করেছে শ্রমিকশ্রেণি। কিন্তু ইতিহাস কি শুধু অতীতের কথা বলে? ইতিহাস বর্তমানকে প্রভাবিত করে, পরিচালিত করে ভবিষ্যতের দিকে, সে ইতিহাস জীবন্ত। সে ইতিহাস প্রশ্নবিদ্ধ করে সমাজকে, ব্যক্তির যুক্তিকে শাণিত করে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাহস যোগায় এবং স্থবিরতা দূর করে সমাজকে

এগিয়ে নিয়ে যায় উন্নততর স্তরে। মে দিবসের ইতিহাস তেমনি এক গতিময় ও সংগ্রামের ইতিহাস। ফরাসি বিপ্লব ভেঙেছিল দীর্ঘদিনের সামন্তবাদী সমাজের স্থবিরতা। সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার স্লোগান তুলে মানুষের চিন্তাকে উন্নত মানবিক স্তরে উন্নিত করেছিল। সে কারণে লক্ষ কোটি মানুষের সংগ্রামে সামন্ত স্বেচ্ছাচারী সমাজ ভেঙে রাজতন্ত্র উচ্ছেদ হয়েছিল। কিন্তু জনগণের মনে গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা থাকলেও পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় শ্রম শোষণের তীব্রতা তো কমলোই না, বরং বহুগুণ বেড়ে গেল। শিল্পবিপ্লব উৎপাদন বৃদ্ধির নতুন নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছে, গ্রাম থেকে লক্ষ লক্ষ কৃষক শিল্প কারখানায় এসেছে, সৃষ্টি হয়েছে বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষের। একদিকে বেড়েছে উৎপাদন অন্যদিকে বেড়েছে শ্রমিকদের উপর কাজের চাপ। একের পর এক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, নতুন যন্ত্রপাতির ব্যবহার উৎপাদনের বহুমুখী বিকাশ ঘটিয়েছে। ফলে সমাজের সমৃদ্ধি, ধনীদের বিলাসিতা বৃদ্ধি পেয়েছে পাশাপাশি শ্রমিকদের কর্মঘণ্টা বেড়েছে, বেড়েছে দারিদ্র্য। জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে ১৬-১৮ ঘণ্টা কাজ করা শুধু নয়, নারী ও শিশুদেরকে কারখানায় পাঠাতে বাধ্য হতে লাগলো শ্রমজীবী মানুষেরা। মালিকরা মুনাফা বাড়াতে শ্রমঘণ্টা বাড়ানোর জন্য শ্রমিকদের উপর যে চাপ প্রয়োগ করতো তা শ্রমিকদের জীবন একেবারে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। ফ্রান্স, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা সর্বত্রই তাই কর্মঘণ্টা কমানোর দাবি জোরদার হয়ে উঠছিল। ১৮৩২, ১৮৩৯, ১৮৪৮, ১৮৫৭, ১৮৭৫ সালে বড় বড় শ্রমিক আন্দোলনে শ্রমিকরা তাদের দাবিতে যেমন রাজপথে নেমে এসেছিল, মালিকরাও তাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে সে সব আন্দোলনকে দমন করেছে। ১৮৮৬ সালে ৮ ঘণ্টা কর্মদিবসের দাবি তাই কোন তাৎক্ষণিক দাবিতে গড়ে ওঠা আকস্মিক আন্দোলন ছিল না। এটা ছিল দীর্ঘদিনের বঞ্চনা থেকে মুক্তির আশায় শ্রমিকশ্রেণির লড়াইয়ের অংশ।

৮ ঘণ্টা কর্মদিবসের দাবির অন্তরালে ছিল ন্যায্য মজুরি ও শোষণমুক্তির চেতনা

প্রকৃতিতে যা আছে, যে রকম করে আছে তা দিয়ে অন্য প্রাণীর চললেও মানুষের চলে না। তাই প্রকৃতিতে প্রাপ্ত বস্তুর উপর মানুষ শ্রম প্রয়োগ করেই তার প্রয়োজনীয় দ্রব্যে রূপান্তর করে। শ্রমিক কাজ করে একই সাথে নিজের ও সমাজের জন্য। মানুষ যা খায়, যা পরে, তার বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, এমনকি মানুষের ভাষাও শ্রমের মাধ্যমে এবং শ্রমের প্রয়োজনে সৃষ্ট। শ্রমের ফলে মানুষ শুধু প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন করে না উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করে। আজকের সমাজের যা কিছু সমৃদ্ধি তা উদ্বৃত্ত সৃষ্টির ফলেই সম্ভব হয়েছে। এই উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ করার ফলেই একদল সম্পদশালী হয় আর বাকিরা নিঃস্ব হয়। অর্থনীতিবিদরা খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন দীর্ঘদিন ধরে কেন এই ঘটনা ঘটে? পেটি, অ্যাডাম স্মিথ, রিকার্ডো তাঁরা দেখিয়েছেন শ্রমের ফলে মূল্য তৈরি হয় পরবর্তীতে কার্ল মার্কস দেখালেন কীভাবে উদ্বৃত্ত মূল্য তৈরি হয়। ১৮৪৮ সালে মার্কস-এঙ্গেলস কমিউনিস্ট ইশতেহার আর পরবর্তীতে মার্কস ক্যাপিটাল লিখে দেখালেন এ যাবত কালের লিখিত ইতিহাস, একদিকে যেমন শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস অন্যদিকে মানুষের বিকাশের ইতিহাস। কিন্তু জ্ঞান বিজ্ঞানের বিকাশ, শিক্ষা সংস্কৃতির বিকাশ—যা মানুষের শ্রমের ফল তা থেকে কী বঞ্চিত হবে শ্রমজীবী মানুষ? জীবিকার জন্য দিনের ১২-১৪-১৬ ঘণ্টা যদি হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে হয় তাহলে শ্রমজীবী মানুষ কীভাবে তাদের জ্ঞান ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাবে। আর বিপুল সংখ্যক মানুষকে বঞ্চিত রেখে গোটা সমাজের সুষম বিকাশ কি সম্ভব হবে? যন্ত্রের আবিষ্কার ও তার আধুনিকীকরণ কি মানুষের শ্রমসময় লাঘব করবে না? কতক্ষণ কাজ করলে একজন মানুষ তার জীবনধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করতে পারে? এ সব প্রশ্নের উত্তর পেতে গিয়ে শ্রমজীবী মানুষের দাবি উচ্চারিত হয়েছিল ৮ ঘণ্টা কাজ, এটাই হবে কর্মসময়। কিন্তু মজুরি যদি ন্যায্য না হয় তাহলে ৮ ঘণ্টা কাজের ফলে যে মজুরি পাবে তা দিয়ে সংসার চলবে না। তাই জীবনযাপনের জন্য শ্রমিকদের অতিরিক্ত সময় কাজ করতে বাধ্য হতেই হবে। ৮ ঘণ্টা কর্মসময়ের সাথে ন্যায্য মজুরির দাবি যে কত যৌক্তিক তা ১৩২ বছর পরেও আজ শ্রমিকশ্রেণি অনুভব করছে। শ্রমিকশ্রেণি এটাও দেখছে যে যত গণতন্ত্রের কথা বলা হোক না কেন শোষণমূলক ব্যবস্থা বহাল রেখে ৮ ঘণ্টা কর্মসময় এবং ন্যায্য মজুরি আদায় করা সম্ভব নয়।

উৎপাদন বাড়ছে কিন্তু শ্রমিকের জীবনে তার ছোঁয়া কোথায়

উৎপাদন বাড়ছে, শ্রমিকের বেকারত্বও বাড়ছে, এক অদ্ভুত দ্বন্দ্বে পড়েছে সারা বিশ্ব। প্রযুক্তির উদ্ভাবন, আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার পুঁজিপতিদের মুনাফা বাড়িয়ে দিচ্ছে বহুগুণ। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে শ্রমিকের কর্মসময়, ওভার টাইমের চাপ। উৎপাদন বাড়ছে, মুনাফা বাড়ছে, কর্মসময় বাড়ছে আর কর্ম সংস্থান কমছে এই দুষ্ট চক্রে আটকে পড়েছে পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি। মে দিবসের চেতনা তাই আরও প্রাসঙ্গিক রূপে আবির্ভূত হচ্ছে।

শ্রমিকের শ্রমে উৎপাদিত দ্রব্যে শ্রমিকের অধিকার নেই। অর্থনীতির প্রতিটি সূচকের উন্নতি ঘটানোর পিছনেই থাকে শ্রমিকের ঘাম। কিন্তু সবচেয়ে কম পুষ্টি, কম শিক্ষা, কম স্বাস্থ্য সুবিধা, কম বিশ্রাম, কম নিরাপত্তা যেন শ্রমিকদের জন্যই বরাদ্দ। অথচ সারা বিশ্বেই খাদ্য উৎপাদনসহ ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বাড়ছে। বাংলাদেশেও জিডিপি বৃদ্ধির হার, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির পরিমাণ, রপ্তানি আয় বৃদ্ধিসহ উন্নয়ন যত বাড়ছে তার সাথে এ কথাটাও যুক্ত হয়ে আছে বাংলাদেশ সস্তা শ্রমিকের দেশ। বলা হয় এর কারণ বাংলাদেশের শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা কম। কিন্তু উৎপাদনশীলতা শুধুমাত্র শ্রমিকের শ্রমশক্তির উপর নির্ভর করে না। মেশিন, ম্যানেজমেন্ট এবং ম্যান পাওয়ার এই তিন এম (M) যুক্ত আছে উৎপাদনশীলতার সাথে। একটি সহজ উদাহরণ থেকেও বিষয়টা বোঝা যাবে। রিকশাচালক অনেক পরিশ্রমী কিন্তু তার চেয়ে কম পরিশ্রম করেও সিএনজি চালকের উৎপাদনশীলতা অনেক বেশি। শিক্ষিত শ্রমিক,

প্রশিক্ষিত শ্রমিক, দক্ষ শ্রমিক যাই বলি না কেন দক্ষতা অর্জন করতে হলে প্রয়োজন শ্রমিকের আয় এবং অবসর। আয় বাড়লে এবং অবসর সময় পেলেই তো শ্রমিক তার দক্ষতা বাড়ানোর সুযোগ পাবে। তা যেমন সমাজের অগ্রগতি সৃষ্টি করবে তেমনি বৈষম্য কমিয়ে আনতে সহায়তা করবে। শোষণমূলক সমাজ যেমন বঞ্চিত করে শ্রমজীবীকে, তেমনি জন্ম দেয় বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের। মে দিবসের সংগ্রাম ছিল তেমনি এক বিদ্রোহ যা শুধু শ্রমিকদের দাবিতে নয় সমাজের বিকাশের প্রয়োজনে সংঘটিত হয়েছিল।

বৈষম্য, বেকারত্ব-শিল্পের আধুনিকায়ন ও চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সামনে প্রধান বাধা, মে দিবসের চেতনায় এই সঙ্কট উত্তরণ করতে হবে : আধুনিকায়ন যদি উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাতের জন্য কাজে লাগানো হয় তাহলে বেকার সমস্যা, বৈষম্য যে তীব্র রূপ লাভ করবে তা বর্তমান পৃথিবীর দিকে তাকালেই বোঝা যায়। ৮ জন ধনীর কাছে ৩৬৫ কোটি মানুষের সম্পদের সমান পুঞ্জীভূত, খাদ্য উৎপাদনে সর্বকালের রেকর্ড ভঙ্গ হচ্ছে, মঙ্গল গ্রহে মানুষ পা রাখতে যাচ্ছে, মানুষবিহীন গাড়ি, শ্রমিকবিহীন কারখানা, রোবট দিয়ে কাজ করানোর ঘোষণা আসছে। আউটসোর্সিং এর ব্যাপকতা চাকরির নিশ্চয়তা কেড়ে নিচ্ছে। কিন্তু চাকরিবিহীন শ্রমিক, ক্রয় ক্ষমতাবিহীন ব্যাপক জনগোষ্ঠীর জন্ম দিচ্ছে। রোবট দিয়ে গাড়ি, কাপড়, ওষুধ উৎপাদন হবে, কিন্তু তা ব্যবহার করবে যারা তাদের যদি ক্রয়ক্ষমতা না থাকে তাহলে অতি উৎপাদনের সঙ্কট সৃষ্টি হবে। মানুষ উৎপাদন করে, উৎপাদনের প্রাচুর্য থাকবে কিন্তু বেকার মানুষ কিছু কিনতে পারবে না তাহলে এই সমস্যার হাত থেকে মুক্তি আসবে কীভাবে? কর্মসময় কমানো, মানসম্পন্ন মজুরি, উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ বন্ধ করার আন্দোলন শুধু শ্রমিকশ্রেণিকে নয়, মানব জাতিকেই বাঁচাবে।

ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে অগাস্ট স্পাইস যে ঐতিহাসিক উক্তি তা আজও আমাদেরকে আলোড়িত করে। তিনি বলেছিলেন, The time will come when our silence will be more powerful than the voices you strangle today. ৮ ঘণ্টা কর্মসময়ের দাবিতে ১৮৮৬ সালের ১ মে ও ৪ মে আন্দোলন এবং শ্রমিক নেতাদের ফাঁসির ঘটনায় আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। ১৮৮৯ সালের ১৪ জুলাই ইন্টারন্যাশনাল সোশালিস্ট কংগ্রেস ১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস পালনের ঘোষণা দেয়। ১৯১৯ সালে আইএলও প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ৮ ঘণ্টা কর্মদিবস ও ১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস ঘোষণা করা হয়। ৮ ঘণ্টা কর্মদিবস আন্দোলনের নেতা অগাস্ট স্পাইস, এঙ্গেলস, ফিশার ও পারসনস জীবন দিয়ে আন্দোলনের যে যৌক্তিকতা তুলে ধরেছিলেন তা আজও নতুন প্রেক্ষাপটে নতুন সংকটে নতুনভাবে বিশ্বের দেশে দেশে শ্রমিকের অধিকার ও শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে পথ দেখায়। অতীতের শিক্ষা বর্তমানের সংগ্রাম আর ভবিষ্যতের স্বপ্নপূরণে মে দিবস আজও তাই অফুরন্ত প্রেরণার উৎস।

মে দিবসে মিছিল করায় নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা : প্রত্যাহারের দাবি

শ্রমিক নেতা এস এম কাদিরসহ নেতৃবৃন্দের উপর দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও গ্রেফতারকৃত শ্রমিকনেতা বজলুর রহমান ও রানা'র অবিলম্বে মুক্তির দাবিতে রি-রোলিং স্টিল মিলস শ্রমিক ফ্রন্টের জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সমাবেশ ও মিছিল

রি-রোলিং স্টিল মিলস শ্রমিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম কাদিরসহ নেতৃবৃন্দের উপর দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও গ্রেফতারকৃত শ্রমিকনেতা বজলুর রহমান ও রানা'র অবিলম্বে মুক্তির দাবিতে ৯ মে রি-রোলিং স্টিল মিলস শ্রমিক ফ্রন্ট উদ্যোগে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ ও শহরে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। রি-রোলিং স্টিল মিলস শ্রমিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি আফজাল হোসেনের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, খালেকুজ্জামান লিপন, আবু নাঈম খান বিপ্লব, সেলিম মাহমুদ ও জামাল হোসেন।